|  |
| --- |
| **অধ্যায়-৮****সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী সমাজের পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর অংশ, অনাথ, দুঃস্থ, নিরাশ্রয়, প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত, ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধি উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাস্ট, শারীরিক প্রতিবন্ধি কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় শিশুদের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। সরকারি শিশু পরিবার, ছোট মনি নিবাস, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধি সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, সরকারি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়, প্রতিবন্ধি শিক্ষা উপবৃত্তি, বেসরকারি এতিমখানায় আর্থিক সহায়তা, বেসরকারি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি প্রদানে আর্থিক সহায়তা, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা, বালিকা শিশুদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, শিশু আইন বাস্তবায়ন, শ্রবণ প্রতিবন্ধি শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপন এসকল কর্মসূচির সুবিধাভোগী সরাসরি শিশু। এছাড়াও, মন্ত্রণালয় হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, ক্যান্সার, কিডনি লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা, প্রতিবন্ধি ভাতা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু উপকৃত হয়ে থাকে। শিশুদের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করে থাকে। মূলতঃ সুবিধাবঞ্চিত শিশু, আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, প্রতিবন্ধি শিশু, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি শিশুরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মূল সেবা গ্রহীতা।

**২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ**

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সার-সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হল:

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| **শিশু আইন, ২০১৩:** জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ; জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন; সকল উপজেলায় শিশু সংশ্লিষ্ট ডেস্ক স্থাপন; শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা; শিশুদের জন্য শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। শিশুদের সুরক্ষার পাশাপাশি এ আইনে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং বিকল্প যত্নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। | * শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন;
* মহিলা ও শিশুদের নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থাকরণ;
* জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন;
* আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের বিকল্প ব্যবস্থাকরণ;
* কারাগারে আটক শিশুদের মুক্তির লক্ষ্যে টাস্ক ফোর্স গঠন।
 |
| **প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩:** রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জাতিসংঘ প্রতিবন্ধি অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশের অংগীকারের অংশ হিসেবে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা যেমন, বাক প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ সকল শিশুর উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। | * শ্রবণ প্রতিবন্ধি শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম চালুকরণ;
* সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় স্থাপন;
* সরকারি বাক শ্রবণ প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় স্থাপন;
* মানসিক প্রতিবন্ধি শিশুদের প্রতিষ্ঠান তৈরিকরণ;
* সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিক্ষা কার্যক্রম চালুকরণ;
* বেসরকারি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান;
* শারিরীক প্রতিবন্ধি শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (পিএইচটিসি) স্থাপন;
* এতিম ও প্রতিবন্ধি শিশুদের কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
* ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রয়াস এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
* দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (বালিকা-৬ ইউনিট, বালক-৫ ইউনিট এবং সম্প্রসারণ-২০ ইউনিট স্থাপন);
* জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ;
* বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র প্রতিবন্ধি এবং অটিষ্টিক ব্যক্তিদের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি চালুকরণ;
* জাহাঙ্গীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এ প্রয়াস এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তাবায়ন;
* প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, সিআরপি, মানিকগঞ্জ বাস্তবায়ন।
 |
| **জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালা ২০০৫:** সরকার ২০০৫ সালে জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করে, যার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা পথশিশু, এতিম ও প্রতিবন্ধি শিশুদের সুরক্ষা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। এ নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এসব অবহেলিত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।  | * সরকারি শিশু পরিবার গঠন;
* ছোটমনি নিবাস স্থাপন;
* দিবাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ;
* দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরিকরণ;
* শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র;
* বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন।
 |
| **জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS):** ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। কৌশলপত্রটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল সকল নাগরিকের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সকলের জন্য একটি ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় এবং সংকটকালীন সময়ে যাতে কেউ দারিদ্রসীমার নিচে রয়ে না যায়। এটি জীবন চক্রের সকল অবস্থার ঝুঁকি নিরসনে কাজ করবে; গর্ভকালীন সময় হতে শিশুকাল হয়ে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত। এ কৌশলপত্রের আওতায় আগামী পাঁচ বছরের উদ্দেশ্য হল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোকে আরো জোরদার করা, যাতে চরম দারিদ্র ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীকে আরো কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয়া যায়। | * প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান;
* প্রতিবন্ধি ভাতা প্রদান;
* বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট তৈরী;
* হিজড়া শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান;
* বেদে ও অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান;
* চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম চালুকরণ;
* কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) চালুকরণ;
* আমাদের বাড়ী: সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
 |
| **৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:** ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিশুর উন্নয়ন ও শিশু অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে দেশের সকল শিশুর নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পুষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। একাজে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহকে চিহ্নিত করেছেঃ* অসহায় শিশুদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা
* প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধান করা ও তাদের উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা
* শিশুসহ সকলের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা।
 | * ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
* ঢাকা শিশু হাসপাতালে এ্যাডভান্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন;
* করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন;
* এস্টাবলিশমেন্ট অব জালালউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি বেইজড ডেসটিটিউট মাদার, চাইল্ড এন্ড ডায়াবেটিক হসপিটাল স্থাপন।
 |
| **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs):** SDGs লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। অর্থ্যাৎ কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোন কোন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে লীড এবং এ্যাসোসিয়েট সেসকল লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গোল ৫ এর লক্ষ্য ৫.৪-এ লিড মিনিস্ট্রি এবং গোল ৪ এর লক্ষ্য ৪.৫ এবং ৪এ এর কো-লিড মিনিষ্ট্রি; এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় ২৪টি লক্ষ্য অর্জনে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। Data Gap Analysis সম্পন্ন হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Action Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। | * সরকারি শিশু পরিবার গঠন;
* ছোটমনি নিবাস তৈরীকরণ;
* দিবাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্র স্থাপন;
* দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন;
* শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন;
* চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন;
* সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।
 |

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

**বিগত তিন বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে শিশু সুরক্ষায় বিভিন্ন নতুন কর্মসূচি ও প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যমান কার্যক্রমসূহ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলী হলো, ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মধ্যে ২২টি শিশু পরিবারে নতুন ডরমেটরি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য ৩৭টি হোস্টেল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, ৩১টি হোস্টেল নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের জন্য ‘প্রয়াস’ নামে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে ৩টি নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, এবং ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বেসরকারি এতিমখানাসমূহের অনুদানের আওতা ৭২ হাজার থেকে ৮৬ হাজার ৪ শত জনে উন্নীত করা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ৭৫০ জন থেকে ১০০০ জনে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিসেফ সহায়তাপ্রাপ্ত চাইল্ড সেনসেটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পটির সফল সমাপ্তির পর প্রকল্পটি ২য় পর্যায় ৫ বছরের জন্য সস্প্রসারণ করা হয়েছে। পথশিশুদের সুরক্ষার জন্য ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধি শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তি ৬০ হাজার জন থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ হাজার জনে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রবণ প্রতিবন্ধি শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপনের জন্য বাজেট ১০ কোটি থেকে ৩০ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে। ৩৯,৮৪১ জন রোহিঙ্গা এতিম শিশুর তালিকা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অতিমাত্রায় ঝুঁকিতে থাকা ৯০০০ শিশুকে ইউনিসেফ, বাংলাদেশ কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদানের সমঝোতা স্মারক সম্পাদন হয়েছে এবং** ৫**৫৮০ জন রোহিঙ্গা শিশুকে মাসিক ২০০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।**

**৪.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

|  (বিলিয়ন টাকা) |
| --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট |  | 68.81 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 65.55 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 3.26 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 19.81 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 18.87 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 0.94 |  |
| জাতীয় বাজেট  |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.24 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 1.32 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.07 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.38 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **28.79** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

**৫.০ কেস স্টাডি**

|  |
| --- |
| **রওশন এর আলো**শিশু পরিবারে যখন আসি, তখন মাত্র পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু আমি। এখানে আসার আগের তেমন কিছুই মনে নেই। শুনেছি আমার জন্ম হওয়ায় বাবা মোটেই খুশি ছিলেন না। বাবাও মারা যায় আমি যখন ৩ বছর।আমার গল্পের শুরুটা শিশু পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার মাধ্যমে। ২০০১ সালে আমাকে ভর্তি করা হয় সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) খুলনা’য়। নতুন পরিবেশ নতুন মুখ সবকিছুই নতুন লাগতো। কিছুদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম আগের জীবনটা খুব কষ্টের ছিলো। পড়তে ভালো লাগতো আমার। ২য় শ্রেণির পরীক্ষা পরই জীবনের প্রথম প্রাপ্তি। আমি ১ম স্থান অধিকার করলাম। এভাবে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত কেটে গেলো। আমি ১ম তিনজনের মধ্যেই থাকতাম প্রাইমারিতে। শিশু পরিবারের সকলের যত্ন আর ভালোবাসাই ছিলো আমার চালিকা শক্তি। এর মধ্যেই আমি গান, আবৃত্তি, অভিনয়, ছবি আঁকাসহ আরও অনেক কিছু শিখতে থাকি।প্রাইমারির পাঠ চুকিয়ে মাধ্যমিকেও আমি ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত একটানা ১ম স্থান অধিকার করি। আমার এতো ভালো রেজাল্টের মূলে ছিলো শিশু পরিবারের মমতাময়ী শিক্ষকদের অবদান। নিজের সন্তানের মতো পরিবারের ছায়ায় আদর স্নেহ দিয়ে আগলে রাখা হতো আমাদের। এর মধ্যে আমি দর্জি বিজ্ঞান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, বিউটিফিকেশনের কাজ শিখে ফেলি এবং বিভাগীয় স্পোটর্সে আমি চ্যাম্পিয়নও হই। ২০১৩ সালে এইচএসসি পাশ করি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অফিসার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আসতেন এবং তখন ভাবতাম এরকম জায়গায় আমি কিভাবে যাবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নটা সেখান থেকেই শুরু। এইচএসসির পর শিশুপরিবারের তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলাম। আল্লাহর অশেষ কৃপা ও সবার দোয়ায় এবং সহযোগিতায় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েই চান্স পেলাম (খুলনা, রাজশাহী ও গোপালগঞ্জ)। সমাজবিজ্ঞান পছন্দের সাবজেক্ট হওয়ায় এবং শিশু পরিবারের কাছে পছন্দের হওয়ায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর শিশু পরিবারের থেকে সবসময়ই সহায়তা, পরামর্শ ও সহযোগিতা পাচ্ছি। গানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত পরিচিতি পেয়েছি। যার পিছনে একমাত্র অবদান শিশু পরিবারের। আমার অনুপ্রেরণার মূলে রয়েছেন সমাজসেবা পরিবারের বিভিন্ন অফিসারগণ। ২০১৫ সালে যখন আমি ১ম বর্ষের ছাত্রী, মহাপরিচালক মহোদয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় তিনি অনেক উৎসাহ দেন। শিশু পরিবারের নিকট আমি ঋণী। আজকের এই প্রাপ্তির পিছনের ছায়াটা শিশু পরিবারেরই। সমাজসেবা পরিবার এভাবে হাজার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছে পরম মমতা দিয়ে। আমরা দুই বোন। বড় বোন তাহমিনা আক্তার বাগেরহাট শিশু পরিবারের নিবাসী ছিল। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরে ইউনিয়ন সমাজকর্মী পদে চাকুরিরত আছে। বর্তমানে আমি স্নাতক ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী। আমি বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে পুলিশে যোগদান করতে চাই। আমার স্বপ্ন পূরণে সমাজসেবা পরিবারের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা এর প্রাক্তণ নিবাসী রওশন আরা খাতুন এর লেখা। |

**৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ**

**শিশু কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:**

* **শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক সমন্বিত পৃথক কোন কর্মপরিকল্পনার অভাব;**
* **শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা বা পদ্ধতির অভাব;**
* **শিশুদের উন্নয়নে বা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে গৃহীত কার্যক্রম, কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষায়িত মূল্যায়ন বা গবেষণা কর্মের অভাব;**
* **শিশু বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও দক্ষ জনবলের অভাব;**
* **শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের দক্ষতা, সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব;**
* **শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পৃথক ডকুমেন্টশন ব্যবস্থাপনার অভাব;**
* **শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কীত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয়হীনতা।**

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

| পরিকল্পনার মেয়াদ | পরিকল্পনাসমূহ |
| --- | --- |
| **২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা** | * বেসরকারি এতিমখানার ১ লক্ষ ১০ হাজার শিশুকে মাসিক ১০০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান;
* ১ লক্ষ প্রতিবন্ধি শিশু, ২ হাজার ৫০০ হিজড়া শিশু, ১৪ হাজার বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিশুকে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান;
* ১৭ হাজার এতিম ও দুস্থ শিশুকে সরকারি শিশু পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
* ১ হাজার আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর উন্নয়ন;
* **শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা জারী;**
* **শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৭৫০ জন কর্মকর্তাকে** প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৪টি কর্মশালার আয়োজন;
* দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ, এক্সপানশন এন্ড ডেভলপমেন্ট অব প্রয়াস (ফেইজ-২) এট ঢাকা, ক্যান্টনমেন্ট, জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ, বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র প্রতিবন্ধি এবং অটিষ্টিক ব্যক্তিদের, জাহাঙ্গীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এ প্রয়াস এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস হোস্টেল নির্মাণ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম চালুকরণ, ঢাকা শিশু হাসপাতালে এ্যাডভান্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন, করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন, কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) এবং চাইল্ড সেন্সেটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) (২য় পর্যায়) শীর্ষক ১০ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। যা, শিশু উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখাবে;
* **আমাদের বাড়ী:** সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস, টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ-সিআরপি, মানিকগঞ্জ এবং এস্টাবলিশমেন্ট অব জালালউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি বেইজড ডেসটিটিউট মাদার, চাইল্ড এন্ড ডায়াবেটিক হসপিটাল শীর্ষক ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। যা, শিশু উন্নয়নে পরোক্ষভাবে অবদান রাখাবে।
 |
| **মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা** | * **শিশুদের জন্য গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষায় বিকল্প পরিচর্যা সম্প্রসারণে নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম চালু;**
* **শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;**
* **শিশুদের উন্নয়নে বা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে কাঙ্খিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে মূল্যায়ন, গবেষণা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;**
* **শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পৃথক ডকুমেন্টশন ব্যবস্থা চালুকরণ;**
* এস্টাবলিশমেন্ট অব জয়পুরহাট চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ৬ বিভাগে ৬টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন, প্রতিবন্ধি শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, চট্টগ্রাম এবং খুলনা, সরকারি শিশু পরিবার ও ছোট মনি নিবাস এর হোস্টেল পুননির্মাণ, দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুননির্মাণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, মানসিক প্রতিবন্ধি শিশুদের প্রতিষ্ঠান (৭টি) স্থাপন, এস্টাবলিশমেন্ট অব প্রয়াস এট সিলেট, ঘাটাইল, রংপুর, বগুড়া ক্যান্টমেন্ট, এস্টাবলিশমেন্ট অব ট্রেনিং এন্ড রিহেবিলিটেশান সেন্টার ফর দ্যা ডেসটিটিউট চিলড্রেন এট ভেড়ামাড়া, কুষ্টিয়া, সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ের স্কুল ভবন ও হোস্টেল ভবন নির্মাণ, বরিশাল শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ।
 |
| **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা** | * **শিশু আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রবেশন অফিসারের পদ সৃজন ও কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ;**
* **প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানে শিশুদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট সার্বজনীন বিধিমালা বা** Code of Conduct **প্রস্তুতকরণ;**
* **শিশুকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কীত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;**
* **আসর মা ও শিশু হাসপাতাল, শেরপুর, করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল, ঝালকাঠি জেলার ৪ (চার) উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম প্রকল্প, কন্সট্রাকশন অব হোস্টেল ফর দ্যা সুলতানা শিশু নিলয়, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক কেন্দ্র নির্মাণ, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধি শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্প (২টি কেন্দ্র) নির্মাণ, সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্য পেশাভিত্তিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, শহীদ এটিএম জাফর আলম দরিদ্র অবহেলিত জ্যেষ্ঠ নাগরিক এর স্বাস্থ্যসেবাসমূহ আবাসিক কেন্দ্র এবং অবহেলিত দরিদ্র কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ।**
 |

**৮.০ উপসংহার**

**জাতির পিতার ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধিশালী করে এমনভাবে গড়ে তুলব যেখানে আগামীর শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থাকবে এবং তারা সুন্দর জীবনের অধিকারী হবে, যে স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন।’ জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আগামীর শিশুদের বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হওয়া আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। এজন্য দরকার শিশুদের প্রতি দয়া, মমতা, ভালবাসা, যত্ন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়রে গৃহীত কার্যক্রমসূহের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধি শিশুদের** **জীবনমান উন্নীত হবে, আগামীর উন্নত বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে** **উঠবে তারা।** **বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হোক, আমাদের শিশুরা গড়ে উঠুক বিশ্বের এক উজ্জ্বল কর্ণধার হিসেবে এটাই আমাদের কাম্য।**